কাব্য।

পূর্ব্বভাগ।

শ্রীহীরালাল রাহা কর্ত্তৃক

প্রণীত।

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষ দ্বারা প্রকাশিত।

কলিকাতা

নং মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট,—চোরবাগান।

চিকিৎসাতত্ত্ব যন্ত্রে

শ্রীভোলানাথ চট্টোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত।

শক ১৮০৫।

মূল্য ছয় আনা মাত্র।

শূরসম্ভবকাব্য সম্বন্ধে

কতিপয় বঙ্গভূষণ মহাত্মার অভিপ্রায়

বর্ত্তমান গ্রন্থখানি, কবিকুঞ্জের পারিজাত কুসুম। বিংশতি-বর্ষীয় যুবকের বীণাতন্ত্রে, পাণিপথের ভীষণ সমরক্ষেত্রে মহামান্য দিল্লীশ্বরের রাজশ্রীর শেষ অশ্রুবিন্দুপতন, ও নবাবশ্রেষ্ঠ বঙ্গেশ্বরের প্রখর গৌরব সূর্য্যের অস্তগমন এবং বর্ত্তমান দেশাধিপতি ব্রিটিশ্‌ ভূপতির অভ্যুদয়কাল, অতি সরল ও প্রাঞ্জল স্বরে বাজিয়াছে। ছদ্মবেশা নারীর জ্বলন্ত তেজদম্ভ পাঠকের নিশ্চল ধমনী বিদ্যুদ্বেগে স্পন্দিত করিবে। আর্য্যশূরদিগের জীবন্ত তেজস্বিতা, মেঘ গম্ভীরস্বরে চীৎকারধ্বনি সুদূর হিমাদ্রি প্রস্তরে প্রতিহত হইয়া, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুদ্গমধ্বনির ন্যায় ভারতের কেন্দ্রে কেন্দ্রে প্রতিধ্বনিত হইবে! বঙ্গাধিপ সিরাজোদ্দৌলার সেই তেজোগর্ভ গম্ভীর নিনাদ শ্রবণ করিলে, বর্ত্তমান নিরীহ প্রকৃতি যবনেরা মহীমণ্ডলে পুনর্ব্বার উন্মত্ত হইয়া উঠিবে। দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ সমুদ্রে, প্রখর মার্ত্তণ্ডকিরণে নলিনীজন্ম কি অসম্ভব? কবিতার কোন কোন পুষ্পময় স্তবকে দিল্লীসরোজিনীর কুঞ্জরচনা, কাশ্মীর রূপসীর পুষ্পচয়ন, অতি মনোহররূপে চিত্রিত হইয়াছে। বঙ্গলতার প্রেমালাপ, সরোজলতার জীবন্ত নিষেধ বাক্য, বঙ্গরমণীর চিত্ত প্রেমপুলকিত করিবে। কবির চিত্রতুলিকার মুখলোম কিছু কঠিনভাবে গ্রন্থিত, সহজে কুঞ্চিত হয় না, কেন না রূপসীদিগের ভ্রূলতার লোমরাজি স্পষ্ট দেখা যায় না। অথবা গ্রন্থকার অন্যান্য চিত্র অঙ্কনকালীন যত রং প্রদান করিয়াছেন, রমণীচিত্রে তুলীতে তত রং তুলেন নাই।

* * * * *
* * * * *

যাহা হউক, সর্ব্বমঙ্গলালয় করুণাময় পিতার নিকট কৃতাঞ্জ পুর্ব্বক প্রার্থনা, গ্রন্থকার স্বস্বাস্থ্যে দীর্ঘজীবী হইয়া প্রকৃত স্বদে হিতৈষিতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া, মর্ত্ত্যোদ্যানে অক্ষ কীর্ত্তিস্তম্ভ সংস্থাপন করুন।

১৮৮০। ৯ই জুলাই
পাবনা।

শ্রীঅনুকূলচন্দ্র বসু।
পাবনা।

"শরসম্ভব" অভিনবকায়া পুষ্পাঞ্জলি। ইতিহাসখনির পরিমার্জ্জিত নুতন রত্ন। স্তবক গুলি রত্নে রত্নে বিখচিত। কোন রত্নের নামোল্লেখ নাই। অথচ উজ্জ্বলতাই তাহাদিগের দেদীপ্যমান আখ্যা। গ্রন্থখানি অদ্ভুত কবিত্বপূর্ণ। দিল্লীর বিজয় বৈজয়ন্ত চূড়া কিরূপে পূর্ণিমা রজনীতে চন্দ্রকিরণে যমুনা বক্ষে নৃত্য করিত; কিরূপে বঙ্গাধিপের মুকুটরত্নে বাঙ্গালা, বেহার, উড়িষ্যা, ত্রিদশ রাজ্য প্রতিবিম্বিত হইত। কিরূপে ব্রিটিশ ভুপতি, মন্দাকিনী-স্বরূপা ভাগীরথী, নন্দনবন সম "ইডন গার্ডন", ইন্দ্রালয় সদৃশী "গবর্ণমেণ্ট হাউস" দ্বারা কলিকাতা রাজধানী সুশোভিত করিয়াছেন তদ্বিষয় যথাযথ বর্ণিত হইয়াছে। যে সকল বৈদেশিক ভুপতিরা সময়ে সময়ে ভারতরাজ্য শাসন করিয়াছেন, তাঁহাদিগের তেজস্বিতা, বীরদম্ভ, অহঙ্কার, করুণা, প্রেমালাপ, চরিত্র, চিত্রের উৎকর্ষতা লাভ করিয়াছে। অদ্য সিংহাসনোপবিষ্ট বঙ্গেশ্বরের তেজঃপূর্ণ নিনাদে সভাতল কম্পিত, কল্য রাজ্যত্যাগী দীনহীন ফকীর বেশে তাঁহার দেশান্তর পলায়ন, অদৃষ্টচক্রের লোমহর্ষণ

[illegible]। অদ্য যিনি রাজ্যাধিকারী, কল্য তিনি ভিখারী, এ চিত্র [illegible] কোন চিত্রকর স্নেহতুলী দ্বারা পারিপার্শ্বিক ধর্ম্মে অঙ্কিত [illegible]রণ, তদ্দৃষ্টে পাষণ্ড মীরণ হৃদয়ও দ্রবীভূত হইবে। ভারতা-[illegible]র আলোক-ললাম-ভূতা যে সকল রূপসীরা কাশ্মীর উদ্যানে [illegible]ণ করিতেন, মুরসিদাবাদের বিহারোদ্যানই তাঁহাদিগের যথার্থ [illegible]লা স্থল। ইতিহাস খনিতে কবিত্বালোক প্রসারণ করা এই [illegible]থম দেখিলাম। মঙ্গল-নিদান ভগবান সমীপে গ্রন্থকারের [illegible]র্ঘজীবন প্রার্থনা।

১৩ই মাঘ
১২৮৮

শ্রীমধুসূদন মুখোপাধ্যায়।
আসাম।

আমি গ্রন্থখানির আদ্যান্তপাঠ করিয়াছি। রচয়িতার যে বিলক্ষণ কবিত্ব-শক্তি আছে, তাহা আমি মুক্ত-কণ্ঠে স্বীকার করি। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানিতে এমন অনেক কবিতা আছে যাহা পাঠ করিলে চিত্ত উদ্বেল হয়। অনেকগুলি কবিতা অতি সুখপাঠ্য এবং অনেকগুলি কবিতায় ছন্দের বিশেষ লালিত্য আছে। কিন্তু কোন কোন কবিতায় গ্রাম্যশব্দ যোজনা করা হইয়াছে। কোন কোন কবিতার রসভাব আমার নিকট বিশুদ্ধ বলিয়া বোধ হয় নাই, আরও, কোন কোন কবিতা (২২৬ কবিতা) গ্রন্থ হইতে পরিত্যক্ত হইলে, আমার কাছে সঙ্গত বোধ হয়। গ্রন্থখানির [illegible]দ্যান্ত পাঠ করিয়াও, আমার সম্যকরূপে উহার তাৎপর্য্যগ্রহ হয় নাই। ইতি

১৯শে চৈত্র
১২৮৯
খুল্‌না।

শ্রীহিরণ্ময় মুখোপাধ্যায়।
মহাভারত ও মেঘদূত
প্রভৃতির অনুবাদক।

শূরসম্ভব

কাব্য।

ঐ যে বিটপী শির অবনত,
কুসুম স্তবক পাবক রাশি ;
প্রভাত-শিশিরে উদ্যম বিরত
সটল-তরুণ-তপন-হাসি ।

২

বিলম্বিত ভুজ দিগন্ত প্রসারি
ডাকিছে যেনরে পথিক চয় ;
কত দেশবাসী তলায় বিহারি,
পঞ্চভূতে শেষে পেয়েছে লয় ।

৩

কত দেশবাসী, তলায় বসিয়া,
গাঁথিছে যতনে কুসুম হার ;
কণ্টক আঘাতে শরীর রঞ্জিয়া,
তুলিছে কেহবা কুসুম ভার ।

৪

ভারতি ! যতনে তোমার প্রসাদে
তুলিব কাননে অক্ষয় ফুল ;
গন্ধামোদে তার যেন নির্ব্বিবাদে,
যেন মা হয় এ বঙ্গ আকুল।

৫

নির্দ্দয় বিধাতা, সপত্নী তোমার
নির্দ্দয়া নিতান্ত এ দীনজনে ;
বিষম বিষাদে (কুল নাহি আর)
আরাধি দেবি রেখমা চরণে !

৬

যেমনে যেভাবে তুমি তার সাথি,
স্বাতি-পাত-বারি মৃত্তিকা গুণে ;
নিষ্কোষ অসিতে বধিছ অরাতি,
কখন খেলিছ কমল সূনে।

৭

দেখেছ পাঠক ! অদূর কাননে,
কিরূপ শোভিছে আলোক ঝলা ;
আলোকিত বন, উঠিছে গগণে
স্ফুট গ্যাস সম জ্যোতি নির্ম্মলা।

৮

একি ? উঃ ! দেখেছ ? ও নয় অনল !
বিদ্যুত রাশি খেলিছে ধরায় ;
সংহারিবে বুঝি অবনী মণ্ডল।
একিরে ? ও যেন এদিকে ধায় !

৯

কে ও ? দেখ চারু চিকুর বিন্যাস,
জ্যোতিবিমণ্ডিতা ষোড়শী বালা !
স্তর পরে স্তর কুসুম বিলাস ;
গলেতে দোলিত কুসুম মালা।

১০

দেবী কি মানবী কি ভ্রম প্রমাদ,
হবে কি যুবতী কিন্নর দানা !
কুসুমের সনে সাধিছে বিবাদ
পাঁচ লহরীর জহর দানা।

১১

চারু ভুরুলতা কিবা আকুঞ্চিতা,
অধরে খেলিছে তড়িত লীলা ;
কলহংস গতি সদা চিত ভীতা,
প্রকাশিছে যেন স্বভাবশীলা।

১২

স্বর্ণ চাঁপা কলি শরীর বরণ,
চঞ্চল চিকুরে কুসুম খেলা ;
গুঞ্জ তারা বেড়া বিচিত্র বসন
খচিত রঞ্জিত জহর মেলা।

১৩

পয়োধর কলি কাঁচলী বেষ্টিত ;
কটির শোভা সিংহসম ক্ষীণা ;
উরু গুরু চারু কদলী শোভিত ;
মৃণাল নিন্দিত করেতে বীণা।

১৪

সত্ত্বঃরজ তম ত্রিতার সংযোগ
বাজাইল বীণা ছুটিল তান ;
ভাবিয়া স্মরণে পতির বিয়োগ
তাই কিবা ধনী ধরিল ভান।

১৫

চারু আবরণ করিছে বিহার,
নূতন বীণার নূতন সাজ ;
সুধাময়ী বীণা বাজিল আবার,
"নওরে নওরে," "তাজবে তাজ"।

১৬

কল কল ধ্বনি উঠিল গগণে,
জগত ভাসিল সে সুধা-রসে ;
সুগভীর মেঘ মল্লার স্বননে,
ভাবুক ভাসিল মজিয়া রসে।

১৭

" বাজরে দুন্দুভি গম্ভীর স্বননে,
স্মররে প্রাচীন আর্যের নাম ;
গাওরে ভারত ! গাওহে কল্পনে !
জগতে ভারত অতুল ধাম। "

১৮

" উঠ ! জাগ ! বীর বদ্ধ পরিকরে,
কটিতে বাঁধ তীক্ষ্ণ তরবার ;
পড়রে সংগ্রামে " হর হর " স্বরে,
বিজয় লক্ষ্মী ডাকিছে আবার। "

১৯

" ভাসাও ভারত যবন রুধিরে,
ভাসাও শোণিত বিতস্তা-জলে ;
বিদেশীরে দিয়ে থাকে কোন বীরে,
স্বীয় মাতৃভূমি চরণ-তলে। "

২০

"শত কোটী সংখ্যা যে দেশে বিচরে,
সে দেশের কিবা অসাধ্য আছে ?
মেদিনী মণ্ডল মুহূর্ত্ত ভিতরে,
মুহূর্ত্তে পাররে তুলিতে ছাঁচে। "

২১

" যে জাতির দর্পে কাঁপিল আকাশ,
কাঁপিল ভূতল পদের ভরে ;
আজ্ঞাবহ যার অনল বাতাস
সে জাতি জগতে কারেরে ডরে ? "

২২

"জাননা কি হলো ? সূচ্যগ্র প্রমাণ
ভূমির আশে ভারত ভিতরে ;
জ্ঞাতি কুটুম্বাদি যে ছিল যে স্থান,
সবংশে সংহার অরাতি-শরে। "

২৩

" সরযূ নদীর পুলিন নিবাসী,
জন দুই শিশু পশিয়া বনে ;
হৈম অট্টালিকা সাগর বিলাসী,
লক্ষ লক্ষ রক্ষঃ বধিল রণে। "

২৪

" 'কা চিন্তা মরণে রণে কি কাননে'
বলিয়া গর্জ্জিয়া খুলিল অসি ;
বীর বংশোদ্ভব বিচারিয়া মনে,
বরিল শতেক রমণী শশী। "

২৫

" দক্ষিণ নীরদ উড়িল স্বননে,
দিগন্ত ব্যাপিয়া ছুটিল বাস ;
শন্ শন্ নাদে উত্তর পবনে,
নির্ভয়ে কাটিল চিকুরপাশ। "

২৬

"জ্ঞাতি বিসম্বাদে নক্ষত্র ছুটিল,
ডঙ্কার নিনাদে খসিল ইট ;
স্বজাতি নিধনে প্রতিজ্ঞা করিল,
প্রদানিল শির না দিল পিঠ। "

২৭

" যে জাতি নয়নে প্রস্ফুট বিজ্ঞান,
তুলিল ফুল স্বর্গের কাননে ;
জ্যোতি মূর্ত্তি যত কি জানি অজ্ঞান,
বিহরে সদা মানস ভবনে। "

২৮

" কি মধুর রস ললিত সম্ভার,
মর্ত্ত্যের পাদপে স্বর্গের ফুল ;
ব্রহ্মার মানসে যাহার সঞ্চার,
কেমনে পাইল মানব কুল? "

২৯

" কাব্য ইতিহাস পুরাণ প্রাঙ্গনে,
কত রস কত সেধেছে বাদ ;
পিয়িবে পিযূষ মানবে যতনে,
যদিন থাকিবে কাব্যের স্বাদ।

৩০

" জীবন নাটক কত যে প্রণেতা,
কি কায অঙ্ক-বিচ্ছেদ করায় ?
দূরে পলাইল হিন্দু অভিনেতা,
যবন জাতি মাতিল খেলায়। "

৩১

" ছত্রদণ্ডতলে ঘুরিত জগত,
জ্বলন্ত তেজেতে নাচিত ভবে ;
সে জাতির দর্প ঘুষিবে ভারত,
দিল্লী সিংহাসন যদিন রবে। "

৩২

" যে জাতি দুর্জয় অসীম সাহসে,
অখণ্ড প্রতাপে শাসিল ধরা ;
সে জাতির বক্ষ মত্ত বীর রসে,
নিকোষিত অসি কটিতে পরা। "

৩৩

" পারস্য হিতৈষী পারস্য নিবাসী,
পারস্য যাহার জাতীয় ভাষ ;
সে জাতি কেমনে শুনে পায় হাসি
কেমনে শিখিল আর্য্য বিলাস। "

৩৪

" কোথায় পারস্য কোথায় ভারত,
আকাশ মর্ত্ত্য দূর ব্যবধান ;
কি কৌশলে তবে শিখিল ভারত,
সে জাতির হেন বিচিত্র ভান ?

৩৫

" শিখেছে কেবল বিচিত্র কৌশলে,
চাতুর্য্য জালে বাঁধিতে যুবতী ;
বৈধব্য-সন্তাপ প্রদীপ্ত অনলে
জনমে জনমে জ্বালাতে সতী । "

৩৬

" রমণী চরণে না ঢালি শরীর,
স্বাধীনতা ধনে না করি হেলা ;
যুদ্ধ প্রমত্ততা কেন সে জাতির,
কেন না শিখিল অসির খেলা । "

৩৭

" অবশ্য থাকিবে কারণ ইহার ;
নতুবা যে জাতি অসির বরে,
জগত করিল শ্মশান আকার,
কম্পিত ভূপতি অস্থির জ্বরে । "

৩৮

" আশ্চর্য্য কুহক ! গাইল যখন
প্রকৃতি সতীর মহিমা খেলা ;
চন্দ্রালোকে যেন ভাসিল তখন,
সাগরে সলিল, তড়াগে মেলা ।"

৩৯

" কবিতা কুসুমে গাঁথিল যতনে,
অরাতি নিধন শূরের তেজং;
যবন দৌরাত্ম্য পশিলে কাননে,
সাগরে হইল কুসুম সেজ। "

৪০

" তারা কি অবোধ কবিতা জহরে,
সাজাল যতনে বিদ্যার কায়া ;
বিদেশী পথিক থাকিয়া অন্তরে,
দেখিত জ্ঞানের পাদপং ছায়া। "

৪১

" তারা কি অবোধ রে অজ্ঞান মন !
বিজাতি চরণে ঢালিবে কায় ;
নাহি ছিল জোর অসিতে তখন,
কেন না মরিল অসির ঘায়। "

৪২

" কি কারণে তবে ভারত সন্তান
আজন্ম হায় ম্লেচ্ছ পদানত ;
নাহি পাই কোন নিগূঢ় প্রমাণ,
ভারত শির সদা অবনত। "

৪৩

" ভারত সর্ব্বস্ব গৌরাঙ্গ চরণ,
সাগর সৈকত বালুকাময় ;
পরশিলে যারে উঠিত বমন,
সে জাতি কি তার পদেতে রয় ? "

৪৪

" তর্ক নিষ্কাশিত হইল এখন,
অসহ্য প্রহার কে আর সয় ;
বিজেতা জাতির মঞ্চ সিংহাসন,
বিজিত জাতিই পদেতে রয়। "

৪৫

" কে খণ্ডাবে হায় অদৃষ্ট নিয়তি,
ভারত কপালে ছিল এ শাপ ;
ধাতার চরণে করিলে মিনতি,
ঘুচিল তখন মনের তাপ।"

৪৬

অন্তরীক্ষে ঘোর উঠিল ঝঙ্কার,
" হওরে ভারত হওরে স্থির ;
আনসের ধন তুইরে আমার,
সম্বর ভারত নয়ন নীর।"

৪৭

" জলে জলময় হবে ধরাতল,
ছুটিবে জগতে অসির জোর ;
ডমের ঝর্ঝরে কাঁপিবে ভুতল,
অধীনতা পাশ ঘুচিবে তোর।"

৪৮

" আরো কিছু দিন থাক বাছাধন,
বঙ্গ ছাড়ি যবে পলাবে জোর ;
হাসিতে খেলিতে দেখিবি তখন,
অধীনতা পাশ ঘুচিল তোর। "

৪৯

" না থাকিবে আর হিন্দু কুলাঙ্গার,
বিদেশীয় রক্তে ছুটিবে ধারা ;
জন দুই শিশু করিবে বিহার,
অধীনতা পাশ ঘুচাবে তারা। "

৫০

" মাঝে মাঝে হবে বন্ধন শিথিল,
মাঝে মাঝে হবে আকর্ণ জোর ;
সাধিবি অনল, সাধিবি অনিল,
শেষ অধীনতা ঘুচিবে তোর।"

৫১

নাচিতে নাচিতে হাসিতে হাসিতে
স্বজোরে ছিঁড়িল বীণার তার ;
চরণ যুগল দেখিতে দেখিতে
কোথা পলাইল না দেখে আর।

৫২

বীর বই আর সাজে কি কাহার,
রমণী-রতন সুখের তারা ;
জাতি কুল শীল কে করে বিচার,
ধনের সেবিকা হয়রে যারা ?

৫৩

দিল্লীশ্বর হবে ঠাকুর জামাই,
নবীনা বধূর কতই রস ;
মনে মনে তার মানস যোগাই,
করিবু তাহারে প্রেমের বশ।

৫৪

লো সুন্দরি !
সাজাও যতনে কুসুম বাসর ;
কুন্তলে পরলো কুসুমহার ;
প্রেমিক তপস্বী যবন নাগর,
নির্ভয়ে পালিবে যৌবন ভার ।

৫৫

কর্পূর বাসিত জল সুশীতল,
সম্মুখে রাখলো গোলাপ পাশ ;
আতরের দান লঙ্গ জায় ফল,
ও-ডি-কলমের শীতল বাস ।

৫৬

জরী পেশ বাজ কাম নিকেতন,
পরলো রূপসী গরব ভরে ;
দেখিলে কুসুম সৌন্দর্য্য ভবন,
রসিক রসের লালসা করে ।

৫৭

ধৌত মখমল ফরাস উপর,
যতনে রাখলো ফরসী-নল ;
অসিত নিশিতে আসিবে নাগর,
বৃথা এ যতন কেনলো বল ।

৫৮

কত যে দৌরাত্ম্য কত যে প্রহার,
সয়েছে ভারত অম্লান মুখে ;
রিপু পদাঘাত করিছে প্রহার,
হায় রে আজিও ভারতবুকে ।

৫৯

মন্দার কুসুম আদর যাহার,
অরাতি চরণে দলিত আজ,
বিদ্যুতের সম করিছে প্রহার,
উত্তপ্ত শোণিত ধমনী মাঝ।

৬০

যখন উড়িল ভারত আকাশে,
স্বরলতা সম পতাকাকুল ;
কি প্রেম সঙ্গীতে কি মোহ বিলাসে,
ছিলরে তখন মানব কুল।

৬১

অই কি বাজিছে সিন্ধুর এপার,
কম্পিত শরীর কেনরে আজ ;
ডঙ্কার নিনাদ শোনরে আবার
বিপুল ভারত সাজরে সাজ।

৬২

কি ভাবিছ আর মনে কি করেছ
রমণী অধর শরৎশশী ;
দিল্লীর অন্নেতে যে দেহ পেলেছ,
প্রভুর কাজেতে খোলরে অসি।

৬৩

ও নয় সিন্দূর সিন্ধুর পুলিন,
বাজিছে উভরে বিজয় ডঙ্কা ;
পশিছে অরাতি দেখরে অধীন
আর্য্যকুলে জন্ম কিসের শঙ্কা ?

৬৪

দিয়েছি অশন দিয়েছি জীবন,
দিয়েছি স্বদেশ পরের পায় ;
স্বাধীনতা ধন করেছি অর্পণ,
পরের কারণে পরাণ যায়।

৬৫

আর্য্যভূমি আজ অরাতির সনে,
ফেলিব ঠেলিয়া সাগর জলে ;
না রাখিব আর হিন্দু এ ভুবনে,
ভুখণ্ড করিব অসির বলে।

৬৬

ঝর্ঝর ঝর্ঝর স্বনন স্বনন,
বাজিছে ডঙ্কা নাচিছে পতাকা ;
নিস্তব্ধ অনিল অনিল স্বনন,
না নড়ে পল্লব না নড়ে শাখা।

৬৭

আকাশ ছাইল ছাইল নীরদ,
নিবিড় ধূলিকা পতাকা-কুল ;
শকট ঘর্ঘরে ঘর্ঘরে দ্বিরদ,
ঘুড়িল দিগন্ত দিগন্ত-কুল।

৬৮

জগৎ সংসার সংহার কারণ,
উলঙ্গিত অসি অরাতি করে ;
বসেছে দর্শক পথিক সুজন,
বসেছে কবিরা লেখনী করে।

৬৯

হ্রেষিল তুরঙ্গ, গর্জ্জিল বারণ,
উড়িল ঝড় প্রকাণ্ড মূরতি ;
উড়িল ধূলিকা ছাইল গগণ,
দেখরে শিক্ষা আশ্চর্য্য শকতি।

৭০

"হর হর" নাদ, "দিন দিন" রব,
মিশিল তায় পত পত নাদ ;
"হরর হরর" প্রকাণ্ড আহব,
উঠিল ঝর্ঝর বিকট নাদ।

৭১

চট ছটা ছট ঝট ঝটা ঝট,
পটা-পট ঘোর ছুটিল বাণ ;
হুড় হুড় হুড় বন্দুক ঝপট,
সট সট সট শকট তান।

৭২

হয়নি হবেনা এহেন আহব,
মাতৃ কোলে শিশু ভয়েতে জড় ;
কে জানেরে আজ দিল্লীর উৎসব
ঘুচিবে, পদে পড়িবে নিগড় ?

৭৩

কে জানেরে আজ সুপ্ত দিল্লী বাসী,
লোটাবে শরীর বিদেশী পায় ;
কি জন্মে কি পাপ মোগল বিলাসী,
করেছিল কবে ধাতার পায় ?

৭৪

কাঁদ দিল্লী বাসী ভারত সন্তান,
কাঁদরে আরো আজন্ম কাঁদিবে ;
নাহবে যদিন সূর্য্য অবসান,
অধীনতা পাশ কভু ঘুচিবে ?

৭৫

ছশত বৎসর হ'ক যে কৌশলে,
নির্ব্বিকারে যারা শাসিল দেশ ;
নরব্যাঘ্র আজ প্রবেশিয়া বলে,
কেড়ে নিল তার ভূপতি বেশ।

৭৬

নিবিল প্রদীপ দিল্লীর ভবনে,
ভারতের আজ নিবিল দীপ ;
দিল্লী অন্তঃপুর বিলাস-কাননে,
না জ্বলিবে আর প্রেমের দীপ ।

৭৭

দিল্লী-সরোজিনী শরতের শশী,
কাশ্মীর উদ্যানে কনক লতা,
বিদ্যাধরী বালা অপ্সরী রূপসী,
কিন্নরীরা তার পদ সমতা।

৭৮

বিষলতা তোরা রে দিল্লী-ললনে !
জন্মেছ বটে দিল্লীশ্বরবনে,
বড় গাছে তরী বাঁধিয়া যতনে,
তুদিনে পড় বিদেশী চরণে।

৭৯

রমণী জাতির কি ধর্ম্ম বিচার,
মজায় পুরুষ প্রেমের কূপে ;
'তুমিলো আমার আমিলো তোমার'
আবার পরাণ পরেরে সঁপে।

৮০

পতি সনে যার মরণ বিচার,
জীবনে পতির প্রেমের দাসী ;
সতীত্ব সরোজ মানসে বিহার,
সতী ব'লে ভাল তাহারে বাসি।

৮১

শত চন্দ্র ঘেরা দিল্লীর সম্রাট,
চৌদিকে নাচিছে দিল্লীর তারা ,
কেও ? দাঁড়াইয়া ঠেসিয়া কপাট,
নয়নে গলিছে সলিল ধারা।

৮২

কিরূপ সুন্দর বসন্ত বিলাস,
নয়নের পথে পড়েনি আর ;
কিরীট দেখিয়া বুঝেছি আভাষ,
রূপসী পট্ট-মহিষী রাজার।

৮৩

কেন লো যুবতী এদশা তোমার,
সম্রাট চক্ষের হয়েছ শূল ?
আদরে বকুল ; বিষ কাঁটা তার
অনাদর বিষে কামিনী ফুল।

৮৪

রমণী কুসুম নিতান্ত সরলা,
সরল মনে দিওনারে জ্বালা ;
ছাড়ি বাপ মায় সোদরা কোমলা,
পতি-প্রেম-রসে মজেছে বালা ।

৮৫

নিবিল দৌরাত্ম্য মরিল যবন,
নিবিল যবন প্রতাপ শিখা ;
ক্রীড়া পটে খেলে মোগল এখন,
ভাঙ্গিল এবে দিল্লীর পরিখা ।

৮৬

বাঁচিল সতীত্ব ভারত ললনে !
ভারতের আজ ফুরাল বাদ ;
হায় রে কপাল ! দিল্লীর পতনে,
সৃজিল বিধি মুরসিদাবাদ ।

৮৭

চলহে ভাবুক দেখাব যতনে,
ভূতলে অতুল ত্রিদিব ধাম ;
অশোক কুসুম জগত কাননে,
মুরসিদাবাদ যাহার নাম ।

৮৮

চমকি শরীর উঠিল তখন,
কেন যে রমণী এদিকে চায় ;
জানিনা কারণ, জানিনা ভবন,
ডাকিছে স্নেহ সম্ভাষে আমায় ।

৮৯

দেখেছ পাঠক ! এবড় বিষম,
কি নাম কাহার কুল ললনা,
পশিয়া কাননে ঘটায় বিভ্রম,
কি ভাবিছ হে জান তো বল না ?

৯০

কেতুমি সুন্দরি ! কুসুম কাননে,
ভারতের দেবী মুরতী সমা ;
কিগুণ গাইছ বীণার স্বননে,
জগতে তোমার নাহি উপমা ।

৯১

উত্তরিলা ধীরে ধীর পিকস্বরা,
ছুটিল ভ্রমর পিয়িতে রস ;
যোগাল রাগিণী ললিত সুস্বরা,
ভাসিল চৌদিকে অমৃত রস ।

৯২

দেশে দেশে যাই, দেশে দেশে গাই,
ভারতের যশ সঙ্গীত সার ;
কভু ছিঁড়ি তার, কভু বা যোগাই,
জগতে এই ব্যবসা আমার ।

৯৩

যে করে আদর, তাহারে আদর,
অনাদরে তার অনল বাণ ;
নির্ভয়ে বেড়াই, কার নাহি ডর,
জগত আমার বসতি স্থান ।

৯৪

যে দেয় অভয় তাহারে সদয়,
মনের মানস তাহারে কই ;
মনের কথায় সকলে নিদয়,
কে আছে অভাগী রমণী বই।

৯৫

শুননা শুননা সে কথা শুন না,
নিদারুণ কথা শুনিতে মানা ;
সে কথা শুনিলে দুঃখিনী ললনা,
জীবনে আমার পড়িবে হানা।

৯৬

ভ্রমেছি বাজার, ভ্রমেছি সহর,
মনের মানুষ কোথায় পাই ;
ভ্রমেছি কন্দর দেশ দেশান্তর,
কি লিখিব বিধি কপালে ছাই।

৯৭

দেশে দেশে যাব, দেশে দেশে কব,
জীবনে যে সব যাতনা মম ;
নাচাই উৎসব, নাচাই বৈভব,
বাঁচি এ জীবনে আসিলে যম।

৯৮

যেখানে যাইব সেখানে গাইব,
ভারতসন্তান যবন দাস ;
স্বদেশে গাইব, বিদেশে গাইব,
রমণী কোমল হৃদয়ে বাস।

৯৯

বিশুদ্ধ ধর্ম্মের না করে বিচার,
দেশাচার যারা স্বধর্ম্ম কয়;
না মারে শরীরে মরমে প্রহার,
সেদেশে কেনরে মানুষ রয়।

১০০

যদি পাই কুল দেনরে গোকুল,
বকুল তলায় যাবরে হাসি;
স্মরিব তখন ব্রজবালা কুল,
যমুনার কুল মোহন বাঁশী।

১০১

"চল হে ভাবুক মুরসিদাবাদ,
দেখিবে চারু পলাশী বাগান;
সুরঙ্গে রঞ্জিত নবাব প্রাসাদ,
শোভিছে রম্য গবাক্ষ বিতান।"

১০২

নাগো না যাবনা, কুসুম যুবতি!
তোমার সনে মুরসিদাবাদ;
ঘরে বসি নিত্য সেবিব ভারতী,
কিকাজ দূরে সাধিতে বিবাদ।

১০৩

"কি কহিলি ভীরু?" উত্তরিল। বালা
"দেখরে চাহিয়া উলঙ্গ অসি;"
চন্দ্রালোকে অসি করে ঝালাপালা,
"কীর্ত্তিভিত্তি আজ করিব আসি।"

১০৪

হে পথিক বঙ্গে যদি যাও ফিরি,
ক'ও মার কাছে, এসব জ্বালা ;
কহিও দিদিরে ক'ও ধীরি ধীরি
ভ্রাতৃ দ্বিতীয়ায় না গাঁথে মালা।

১০৫

গেলরে জীবন গেল নিঃসন্দেহ,
কাপুরুষ নাহি উপায় আর ;
নিস্তেজ হৃদয়ে চিত্রিত যে দেহ,
নিস্তেজ হইয়ে কথা কি তার।

১০৬

কল্পনার পৃষ্ঠে চড়িয়া দুজন,
পলকে পশিনু পলাশী বন ;
ভূতলে অতুল ত্রিদিব ভবন,
চৌদিকে শোভিছে আমের বন।

১০৭

ছাড়িয়া পলাশী ছাড়িয়া কানন,
অদূরে পশিনু সহর মাঝ ;
দূরে ভাগীরথী করিছে গমন,
দুকূলে শোভিছে সহর সাজ।

১০৮

নাহিরে কোথায় নাহিরে ধরায়,
ভূতলে অতুল অমরাবতী,
জ্বলিছে সহর প্রতাপ শিখায়,
মুরসিদাবাদ জগতসতী।

১০৯

যদি কোন জন করেন মনন,
দেখিতে ত্রিদশ রাজ্যের শোভা ;
কোন্ প্রয়োজন বৃথা পর্য্যটন,
দেখুন সহর মানস লোভা।

১১০

" কিফল ভ্রমণে সহরে সহরে
কহিলা রমণী অস্ফুট নাদে ;
" দূরে রাখি চল কৃত্রিম শিখরে,
চল যাই মোরা রাজ প্রাসাদে।"

১১১

" ঐই বঙ্গেশ্বর-বিচিত্র আসনে,
দেখেছ ভাবুক বসেছে অই !
প্রফুল্ল হৃদয়, নাহি চিন্তা মনে
রমণী অধর অমৃত বই।"

১১২

" নবীন বয়স নবীন বদন,
ঈষৎ নবীন গোঁপের রেখা ;
নবীন শরীর নবীন নয়ন,
কুটিল কটাক্ষ রয়েছে লেখা।"

১১৩

" কুসুম নিলয় এ হেন হৃদয়,
প্রণয় সরোজ প্রশস্ত সরঃ ;
উচ্চাকাঙ্ক্ষা জাগে বীরত্ব আলয়,
বিঁধিছে সতত কটাক্ষ শর।"

১১৪

" বঙ্গাঙ্গনাকুল সাগরে গোকুল,
যুবতী যৌবন তোমার তরে ;
চৌদ্দে পদার্পিত সরোজিনী-কুল,
তোমার কৃপায় জীবনে তরে।"

১১৫

" ননদী যন্ত্রণা, শাশুড়ী গঞ্জনা,
যুড়ায় আসিয়া তোমার পায়,
পতি অনাদরে দুখিনী ললনা,
তোমার চরণে কাঁদিছে হায় !

১১৬

" তুমি দিলে কুল-ক্ষয় তার কুল,
হর্ত্তা কর্ত্তা তুমি বিধাতা তার ;
পড়েছে অকূলে রক্ষ তার কুল,
কোথায় প্রভু পতিত উদ্ধার।"

১১৭

" কোথা বঙ্গেশ্বর করুণা নিকর,
বঙ্গের সতীর ভরসাস্থল ;
ত্রিদশ-ঈশ্বর সর্ব্বগুণাকর,
ছড়াও কিঞ্চিৎ করুণা জল।"

১১৮

" বঙ্গবাসী পদে খেলনা সমান,
পলকে তোমার প্রলয় হয় ;
দীর্ঘ স্থূলোদর দ্বিভুজ প্রমাণ,
বঙ্গের কমলা বামেতে রয়।"

১১৯

বঙ্গের সর্ব্বস্ব রক্ষক ভক্ষক,
তুমিই ত্রিদিব নরক তুমি,
বঙ্গর ভাণ্ডারে বিষম তক্ষক,
মর্ত্ত্যে কীর্ত্তিস্থল বঙ্গের ভূমি।"

১২০

"অই বঙ্গেশ্বর স্তাবকে বেষ্টিত,
গাইছে প্রেমের সঙ্গীত সুখে ;
স্বর্ণাক্ষর হারে সুযশ রঞ্জিত ,
তুলিবে কবিরা লেখনী মুখে।"

১২১

"দুঃখেতে দুঃখিত সুখেতে সুখিত,
যে বঙ্গ তোমায় গাঁথিছে হারে,
যে বঙ্গের ফুলে কুসুমে বেষ্টিত ;
প্রভু হে রেখ হে চরণে তারে।"

১২২

" অই বঙ্গেশ্বর কুসুম শয্যায়,
বেষ্টিত বঙ্গের সরোজ দামে ;
দিবস যামিনী প্রেমের খেলায়,
কাটিছে প্রেমের রহস্য ঠামে।"

১২৩

" অই বঙ্গেশ্বর আনন্দ উদ্যানে,
তুলিছে যতনে কুসুম ভার,
বঙ্গ-শশী কোলে বসিয়া বিমানে,
গাথিছে সাদরে কুসুম হার।"

১২৪

কহিলা নবাব "এ বঙ্গ কাননে,
সরোজ লতার বিবাহ হবে,
ডাক ঋতু রাজে তোমরা ললনে,
দাওলো ঝঙ্কার কোকিলা সবে।"

১২৫

রঞ্জিত বসন আনত বদনে
কহিলা সরোজ মুখেতে দিয়া;
"ক্ষম প্রাণনাথ ঋতুরাজ সনে,
সরোজতনাথ বসেছে বিয়া।"

১২৬

কহিলা নবাব সাদর চুম্বনে,
পিয়িয়া অধর অমৃত ভার,
"দিব তোর গলে তাইলোললনে,
যতনে গেঁথেছি বকুল হার।"

১২৭

"এই ভিক্ষা চায় সরোজ চরণে,
কিকাজ পরিয়া বকুল মালা,
রেখহে প্রাণেশ দাসীরে চরণে,
আরকি মাগিবে দুখিনী বালা।"

১২৮

কল-কণ্ঠ-নাদে বাজিল তখন,
বঙ্গেশ্বর-হৃদে কুসুম-শর;
বহিল প্রবল নিশ্বাস পবন,
কাঁপিল হিয়া থর থর থর।

১২৯

অই বঙ্গেশ্বর রাজ সিংহাসনে,
চৌদিকে ফিরিছে প্রহরী দল ;
কৃতাঞ্জলী করে আনত বদনে
ঊর্দ্ধমুখে কেহ নমে ভূতল।

১৩০

গম্ভীর আকৃতি গম্ভীর বদন,
না নড়ে মক্ষিকা মুখের কাছে ;
উন্নত হৃদয় কে জানে কখন,
কার ভাগ্যে কবে উঠিবে ছাঁচে।

১৩১

উঠিল নিনাদ "এত স্পর্দ্ধা কার",
কহিলা নবাব গম্ভীর স্বরে ;
"করিব তাহারে সবংশে সংহার,
কে প্রদানে হাত সর্প-বিবরে।"

১৩২

ত্রাস্ত সভাসদ কিজানি কি হয়,
বসনে মুছিল নয়ন নীর ;
কারে যেন আজ কৃতান্ত সদয়,
কে দেখে আজ বৈতরণী তীর।

১৩৩

" কে যাবে সমরে সাজরে সমরে,
এজগতে কেবা আছেরে আর ;
অসি-দণ্ড-করে সাজরে সমরে,
না রাখিব ধরা সজীব আর।"

১৩৪

"হও অগ্রসর কারে আর ডর,
অরাতিকুল দেব ছার খার ;
শোনরে অদূরে ড্রুমের ঝর্ঝর,
সজোরে কর অসির প্রহার।"

১৩৫

"নাহি মাতৃভূমি সর্ব্বস্ব বিদেশ,
বিদেশ লয়ে বিদেশীর জোর ;
তাই কি দেবরে দেব অবশেষ,
বিদেশী চরণে নাহি কি জোর ?"

১৩৬

"যদি জন্মভীরু যবন শোণিতে,
যবন রুধিরে ধমনী নাচে ;
রক্ত প্রমক্ষিত এ অসি থাকিতে,
পরিবি শৃঙ্খল পরের কাছে ?"

১৩৭

"অসি ধর্ম্ম যার এ ভীম শরীরে,
জগতের কীর্ত্তি করিল মসী ;
কত শক্তি ধরে যবন রুধিরে,
আবার জগতে নাচাও অসি।"

১৩৮

"মোগল পাঠান তারাও যবন,
বিপক্ষ রুধির পিয়েছে তারা ;
সেই বংশোদ্ভব একথা কেমন,
কার পায়কবে ধরেছে তারা।"

১৩৯

" ক্রীতদাস হবি থাকিতে শরীর,
থাকিতেরে করে উলঙ্গ অসি ;
নাচরে সমরে যবন রুধির,
আজিও আজিও হয়নি মসী।"

১৪০

" ক্রীত দাস হবি হায়রে কি লাজ ,
কলঙ্কী করিবি যবন নাম ;
তোরা কি দুর্ব্বল এজন-সমাজ,
আজিও চরণে ভারত ধাম।"

১৪১

" অসির কৃপায় যবনপ্রবীণ,
অসির বরেতে যবন বীর ;
বিপুল জগতে যবনস্বাধীন ;
যবন অসিতে কেআছে স্থির।"

১৪২

সাজিল অতুল বাজিল তুমুল,
রণ শিঙ্গা নাদে কাঁপিল হিয়া ;
মরিল যবন মত্ত যোধ কুল,
আফগান, সুন্নি, সৈয়দ, সিয়া।

১৪৩

মরিল মোগল মরিল যবন,
কত যে মরিল নাহিরে লেখা ;
কত আর্য্য সূত শমন সদন,
পশিল রাখিয়া কীর্ত্তির রেখা।

১৪৪

আজরে জগতে পলাশী প্রাঙ্গন,
ধরিল বিকট শ্মশান কায় ;
আজরে জগতে দুর্দ্দান্ত যবন,
লোটাল শরীর বিদেশী পায়।

১৪৫

যে জাতির দর্প ফাটিত জগতে,
মেদিনী মণ্ডল কাঁপিত ডরে ;
কিহ'লো তাদের বিপুল ভারতে,
ভীরু বাঙ্গালির শঠতা-শরে।

১৪৬

অই যায়, দেখ, রবি অস্তে যায়,
ধররে ভারত ধররে পায়,
রজনী প্রভাতে নাহিরে উপায়,
পরাবে শৃঙ্খল বিদেশী পায়।

১৪৭

ও নয় তপন প্রকৃত তপন,
বঙ্গ-স্বাধীনতা অচলে যায় ;
অস্তে গেলে বঙ্গ-সৌভাগ্য তপন ;
তিমির রজনী আসিবে হায় !

১৪৮

ভবিতব্য ঘরে ঘুচাও দুয়ার,
দেখিবে ভাবুক ভবের নাট,
দিবা দ্বিপ্রহরে তিমির আঁধার
মিলিবে দুয়ারে ভবের হাট।

১৪৯

অই দেখ যাদু মেলিয়া নয়ন,
চলিছে দূরে শ্বেত শ্মশ্রুধর ;
বস্ত্রাবৃত দেহ দীর্ঘ আয়তন
অই জাতি হবে ভারতেশ্বর।

১৫০

অই যে দেখিছ পল্লব কুঠীর,
দূরে গঙ্গা স্বনে ঝির্ঝির স্বরে,
ইন্দ্রপুরী সম সাজিবে শরীর ;
হবে রাজধানী অবণী পরে।

১৫১

প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড রাজ্য-রাজ্যেশ্বর
লোটাবে দেহ হবে ধরাশায়ী,
ছার জয়পুর হবে দিল্লীশ্বর ;
বিদেশী পদে পদামৃত-পায়ী।

১৫২

কার বৃত্তি কেবা করিবে আস্বাদ,
কেজানে কি আছে অদৃষ্টে লেখা,
বৃত্তিভোগী হবে মুরসিদাবাদ,
না থাকিবে আর কিরীট রেখা।

১৫৩

ভারত-সন্তান কেবল কাঁদিবে,
ভাঙ্গিবে বিষ-দন্ত সবাকার ;
নিশ্বাসে উঠিবে নিশ্বাসে বসিবে,
মন্ত্র-মুগ্ধ-চিত ভুজঙ্গাকার।

১৫৪

এই যে ভারতসম্মুখে তোমার,
অতুল রত্নের আকর স্থান ;
পুড়ে খেতে ছাই না থাকিবে আর
চিন্তার জ্বরে মরিবে সন্তান।

১৫৫

রাজস্ব-বিষয়ে নব-রাজ্যেশ্বর,
নীচ-প্রবৃত্তির হইবে দাস ;
উঠিবে নিনাদ 'দে কর দে কর'
ভারত ধরিবে সুজীর্ণ বাস।

১৫৬

দস্যুদল স্রোত না আসিবে আর,
ভারতে শান্তি করিবে বিরাজ;
ভাঙ্গিয়া বিকট হিমাদ্রি কান্তার,
না দিবে দেখা নর-ব্যাঘ্র-রাজ।

১৫৭

যাবে দুরাচলে কুরীতি নিচয়,
সতীর মরণ পতির সনে ;
হে গঙ্গা সাগর ! পাইবে বিলয়,
ক্ষুধা তৃষ্ণা তব ভীম শাসনে।

১৫৮

দেখিতে দেখিতে ছায়াবাজী সম,
ভবিতব্য ঘরে পড়িল দ্বার ;
কি দেখিনু হায় এবড় বিষম,
দেশ দেশান্তর না দেখি আর।

১৫৯

অস্তে গেল রবি আইল যামিনী,
তিমির বসনে বদন ঢাকা ;
কাঁদিছে বিষাদে বঙ্গ কমলিনী,
পতি যার নাই হৃদয়ে আঁকা।

১৬০

একা ঘর পেয়ে লম্পট ভ্রমর,
প্রেমালাপ করে কাণের কাছে ;
নিশাচর তোরা রে ভৃঙ্গ বর্ব্বর!
কুলবতী-কুল যাবে রে পাছে ?

১৬১

ডাকিছে শৃগাল অদূর প্রান্তরে,
'ক্যাহায় ক্যাহায়' প্রফুল্ল মনে ;
কাঁদিছে বায়স বিষাদ অন্তরে,
নাহি রে আশ্রয় পলাশী বনে।

১৬২

ক্রমে রাত্রি বাড়ে ভীষণ আকার,
মুরসিদাবাদে নিস্তব্ধ সব ;
দালানে দালানে আবদ্ধ দুয়ার,
নাহি শুনা যায় ঝিল্লীর রব।

১৬৩

কেও রে ? কাঁদিছে উচ্চ জানলায়,
রমণী-রসনা-সুলভ-ধ্বনি ;
নবাব বুঝি রে মাগিছে বিদায়,
নিবারিছে বুঝি তাই কি ধনী ?

১৬৪

যেওনা যেওনা যাইতে দেবনা,
ওকথা নাথ মুখেতে তুলনা ;
বিদেশে যাইতে দেবনা দেবনা,
কেমনে বাঁচিবে কুল-ললনা ?

১৬৫

তুমি গেলে নাথ হৃদয়ের মণি,
এ প্রাণ দেহে রবেনা রবেনা ;
কোথা বাঁচে নাথ মণিহারা ফণী,
এ পরাণে তা সবেনা সবেনা ।

১৬৬

ঘরে বসি থাক দিবস রজনী,
কি কায বিদেশ বিভূম ফিরে ?
কোথা ফেলে যাও আমরা রমণী,
যেওনা নাথ হে মাথার কিরে ।

১৬৭

কারে দিয়ে যাও সরোজ তোমার,
প্রাণেশ বিনা বাঁচে কি নলিনী ?
দুটী পায় ধরি নাথ হে তোমার,
চিরদুঃখিনীরে কর সঙ্গিনী ।

১৬৮

কড়াৎ করিয়া বাজিল নিনাদ,
কে যেন দালানে খুলিল দ্বার ;
আবার বাজিল ঝনাৎ নিনাদ,
বাজিল যেন মলের ঝঙ্কার ।

১৬৯

চল হে ভাবুক কি কায বসিয়া;
 চল হে এবে যাই স্থানান্তর;
মজুক নবাব রসেতে রসিয়া,
 ধরুক সাদরে রমণী কর।

১৭০

যার যেই কায সে তাহা করিবে,
 আমাদের কাযে আমরা যাই;
সারানিশি জেগে নয়ন ঢুলিবে,
 চল এবে যদি বাজার পাই।

১৭১

চলিতে চলিতে নিশি পোহাইল,
 গাইল বিহঙ্গ বন্দীর স্বরে;
বিশ্বের গৌরব আবার গাইল,
 নাচিয়া নাচিয়া মধুর স্বরে।

১৭২

মৃদুল মৃদুল গমনে মৃদুল,
 চলিল বাগানে প্রাচীনাদল;
তুলিল মালতী তুলিল বকুল,
 আবার প্রয়ানে জাগাল বল।

১৭৩

লইয়া বসন লইয়া বাসন,
 একে একে ঘাটে গিন্নিরা যায়;
ডাকিল সঘন তুলিয়া বদন,
 'ছোট বউ ঘাটে যাবিলো আয়'।

১৭৪

ভাঙ্গিল বাথান চলিল রাখাল,
গাভী দল সনে গোঠের পানে;
পাড়ায় পাড়ায় চলিল গোয়াল,
নিজে আকুলিত নিজের গানে।

১৭৫

দোকানি ব্যাকুল দোকানে মাতিল,
ক্রেতাকুল পণ্য কিনিতে ধায়;
ফেরিওলা কুল ফেরিতে ফিরিল,
ও ফেরিওয়ালা হেথায় আয়।

১৭৬

অদূর রাস্তায় ডাকে চুড়ি-ওলা,
বেলোয়ারী চুড়ি চাই গো চাই;
কে নেবে তোমরা বর্দ্ধমেনে ওলা,
অই যায় ওলা আইগো আই।

১৭৭

যাহার যে কায সে কাযে চলিল,
কাযের সময় না করে খেলা;
পুরী-দরশনে মানস জাগিল,
মুরসিদাবাদে উঠিল বেলা।

১৭৮

এই স্থানে ছিল আনন্দ-মন্দির,
বসিত নবাব প্রফুল্ল-মনে;
কোথা গেল সব অদৃষ্ট স্থবির,
অদৃষ্ট কি যায় শরীর সনে?

১৭৯

ওই স্থানে শশী এইস্থানে বসি,
　শোক-তাপ-পথ করিতে রোধ ;
বঙ্গ-রঙ্গশালা অদৃষ্টের মসী,
　মুচিল সে সব জন্মের শোধ।

১৮০

এইস্থানে ছিল কেলি-সরোবর,
　কেলিরসে ছিল যুবতী সনে ;
লক্ষ-হীরা সম দিল্লীনাচঘর,
　কে যাবে রে আর প্রমোদবনে ?

১৮১

এই স্থানে ছিল ফুলের বাগান,
　বঙ্গ-পারিজাত হাসিত ভোরে ;
রে ছার কপাল ! এ কিরে বিধান,
　কে করে বিশ্বাস জগতে তোরে ?

১৮২

রে মূঢ়ে কমলে ! অবনী ভিতরে
　কি ছিল ইতালি আগুণ দিলি ;
এথেন্সের ঘর ছার খার করে,
　আরার কি অসি করেতে নিলি ?

১৮৩

ফুল-কুল-বেড়া ফ্লোরার-বাগান,
　এক-বৃন্তে ফুটে শতেক ফুল ;
প্রকৃতি জগতে এই কি বিধান,
　কেহ মরে কেহ যমের ভুল ?

১৮৪

কাব্য জগতের সুন্দর বিচার,
মরিলে বিধাতা না মরে ফুল ;
বোঁটে বোঁটে ফোটে দিবসে হাজার,
মজায় সৌরভে মানব-কুল ।

১৮৫

চলিতে চলিতে কত যে সুন্দর,
কত যে দেখিনু কি আর কব ?
দেখিনু সুন্দর বাহির অন্দর,
কাঁদিছে বিষাদে যুবতী সব ।

১৮৬

উদ্যানে পশিয়া হরিষ অন্তরে,
বসন করিয়া কুসুম ডালা ;
কুড়াইয়া ফুল লইনু সাদরে,
ভাবিনু মানসে গাঁথিব মালা ।

১৮৭

অই যায় দেখা ভগবানগোলা,
সেজেছে বন্দর সুন্দর শোভা ;
পশিয়া প্রান্তরে চতুর্দ্দিক খোলা,
গাথিনু মালিকা মানস লোভা ।

১৮৮

কে তুমি ? সুন্দর নবীন ফকীর,
কক্ষে দোলে ঝুলি কড়ঙ্গ করে ;
'আল্লাহারছুল' ছাড়িছ জিকীর,
কদিন ফকীর গাজীর বরে ?

১৮৯

অন্তর না সরে মুখে চাই চাই,
 কি ভিক্ষা মাগিছ কি ধন চাও ?
অঙ্গ বিকম্পিত ভয়েতে সদাই,
 তণ্ডুল মাগিছ ? নেবেত নাও।

১৯০

উদরের তরে দেশ দেশান্তর,
 কেন হে ফকীর ভ্রমণ কর ?
শাক দিয়ে ভর এ দগ্ধ উদর,
 ঘরে গিয়া নিজ সংসার ধর।

১৯১

হয়নি বিবাহ ? কি মূঢ় বচন,
 সুঁপেনি কেহই যৌবন ভার ?
সুখী নরদেহ, হয়নি কখন
 একাকী শুয়িতে জনম তার।

১৯২

গাঁজী মড়া কই দেখিহে তোমার ?
 এ দেখি সুন্দর জহর দানা ;
চাঁচর চিকুর ; কই জটা ভার,
 যবনে কি জটা পরিতে মানা ?

১৯৩

আর কেন বৃথা বুঝেছি বিচারে,
 ছাড়িয়া দেশ অতুল বৈভব ;
জীবন মাগিছ দুয়ারে দুয়ারে,
 রাজটীকা কেন কপালে তব।

১৯৪

বুঝেছি আভাষে তুমি সে সেরাজ,
 ছেড়েছ প্রাসাদ পরাণ ভয়ে;
যে পরালো পদে প্রেমময়ী সাজ,
 কেন না আইলে সরোজে লয়ে?

১৯৫

সঁপেছে যৌবন দুঃখিনী ললনা,
 তোমার কারণে কাঁদিছে কত;
ধিক নরাধম কি তব ছলনা
 এসেছ সরোজে করিয়া হত?

১৯৬

ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না পুরুষে ললনা,
 বেঁধনা পুরুষে পিরিতি ডোরে;
পুরুষ ভ্রমর, জান না ছলনা,
 বিপদে পলাবে ফেলিয়া তোরে।

১৯৭

সহসা উড়িল গম্ভীর স্বননে,
 যমদূতাকৃতি নীরদদাম;
দূরে বায়ুপতি ডাকিছে সঘনে,
 প্রলয়ে ডুবিবে জগত ধাম।

১৯৮

মেদিনী মণ্ডল ডুবিল আঁধারে,
 মাঝে মাঝে খেলে বিদ্যুৎ ছটা;
ঘন ঘনপতি দূরে হুহুঙ্কারে,
 হায়রে কে দেখে বৃষ্টির ঘটা।

১৯৯

মুষলের ধারে পড়িল সলিল,
মাটি কাটি চলে জলের বেগ;
পড়িছে সলিল, ডাকিছে অনিল,
মাঝে মাঝে দূরে স্বনিছে মেঘ।

২০০

কড়্ কড়্ নাদে বজ্রের গর্জ্জন,
ভাঙ্গিল বুঝি ভাঙ্গিল আকাশ;
দালান বাসীরা চকিত সঘন,
পর্ণকুটীরের নাহিরে শ্বাস।

২০১

মড়্ মড়্ স্বরে ভাঙ্গিছে পাদপ,
ঝম্ ঝম্ রবে পড়িছে জল;
খাল বিল নদ শুষিছে আতপ,
কানে কানে ভরে নূতন জল।

২০২

নদী নদ্যাকার জলের সাঁতার,
চলিছে গোসাপ চলিছে সাপ;
কুম্ভীর হাঙ্গর পাড়িছে সাঁতার,
করিছে ভেক মল্লার আলাপ।

২০৩

আরো বৃষ্টি হবে? দেখেছ নীরদ,
আকাশ পাতাল যুড়িয়া আছে;
সাগর সলিল টানিছে দ্বিরদ,
কেজানে কি দশা ঘটিবে পাছে।

২০৪

পলায় কৃষক নাহিরে ভরসা,
এবার দুঃখের নাহিরে পার ;
কেমনে বাঁচিবে দুকূল ফরসা,
কোথায় ফকীর না দেখি আর।

২০৫

সেরাজ সেরাজ পালাল কোথায়,
কেমনে তাহার বধিবে প্রাণ ;
কোথায় খুঁজিব কি বল উপায়,
প্রাণপণে তারে করিব ত্রাণ।

২০৬

খুঁজিয়া বন্দর খুঁজিয়া প্রান্তর,
কোথাও তাহার না পেনু দেখা ;
খুঁজেছি বাগান বিটপী অন্তর,
কে খণ্ডাবে তার অদৃষ্ট লেখা।

২০৭

কত বেগে চলে দ্রুত বাষ্পরথ,
বৈদ্যুতিক তার কি বেগ ধরে ;
পলক পড়িতে ভ্রমিবে জগত,
মন-চিন্তা গতি কল্পনা বরে।

২০৮

কল্পনা বিমানে সানন্দ অন্তর,
উড়িনু দুজন আকাশ পথে ;
কত দেশ কত দেশ দেশান্তর,
চলিতে চলিতে দেখিনু পথে।

২০৯

অই কলিকাতা সম্মুখে তোমার,
সুরপুরী সম সুন্দর কায়;
রূপ তুলনায় লণ্ডন কি ছার,
এ রূপ রূপ নাহিরে ধরায়।

২১০

শুনেছি স্বর্গেতে ত্রিদিব ভবন,
মানস সকাশে কৈলাসপুরী;
ভবে কলিকাত সুন্দর গঠন,
জগত প্রতিভা করিছে চুরী।

২১১

অই যে শোভিছে দ্বিতল ভবন,
গঙ্গাতীরে নীরে রাস্তার ধারে;
ঝক ঝক ছায়া জলেতে পতন,
কখন নাচিছে তরঙ্গ হারে।

২১২

কত যে হউস কোম্পানী নিলয়,
কত কারখানা রাখিয়া দূরে,
উচ্চ ধর্ম্মশালে হইনু উদয়,
কত শত গলি এসেছি ঘুরে।

২১৩

কত শত দেখি কত বীরদাপ,
অদূরে দেখিনু দুর্গের দ্বার;
জ্বলিছে যেখানে ব্রিটিশ-প্রতাপ
পশিবে অরাতি সাধ্য কি আর?

২১৪

অদূরে বাজিছে " রুল ব্রিট্যানিয়া"
চমকে বাঙ্গালী না নাড়ে শির ;
ভারতে জানায় " রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া"
জনমে জনমে ব্রিটিশ বীর।

২১৫

আমাদের হাত আছেত চরণ,
তবে যে আমরা মূঢ়ের প্রায় ;
পারিনে গড়িতে পারিনে কখন,
ব্রিটিশ নির্ম্মিত দুর্গের ন্যায়।

২১৬

পারিলে কি হবে ব্রিটন নন্দন,
বীরের বংশেতে জন্মেছে হায় ;
ভীরুর বংশেতে করেছি গ্রহণ,
এমূঢ় জনম গেলে যে যায়।

২১৭

আর্য্য কুল ভীরু ? ফলেতে জানায়,
অভাবে স্বভাব অনলে যায় ;
দিয়েছে স্বদেশ বিদেশীর পায়,
ভীরু বই তারে কি বলা যায় ?

২১৮

যদি ভীরু তারা তবে কি কৌশলে,
কি করে করেছে ভারত জয় ;
সে বংশ শোণিত নাহিরে ভূতলে,
থাকিলে ভারতে এদশা হয় ?

২১৯

ষড়্ সিংহদ্বার অই যে আলয়,
রাজ প্রতিনিধি করেন বাস ;
সিম্‌লার ভালে সদয় উদয়,
কলিকাতা ভাগ্যে দু'চারি মাস !

২২০

অইযে হউস সম্মুখে বিহার,
ভারতে এরা বসন বিলায় ;
না থাকিলে আজ কিহত তোমার
উলঙ্গ চোয়াড় গারোর প্রায়।

২২১

বিলাতী বসন বিলাতি ভূষণ,
পরিতে মানস সদায় ধায় ;
জানে না কখন স্বদেশী অশন,
কিসেতে থাকিবে কিসেতে যায়।

২২২

কি হ'লো ভারতে ভারত-ললনা
বিলাতী গাউন পরিতে চায় ;
পতিরে মন্দিরে করিয়া ছলনা,
অনাচ্ছদ শির টাউনে যায়।

২২৩

বিদেশী প্রেমেতে এতই মগন,
জাননা ভারত জনম ভূমি ;
যাদুকর জাতি জেতা এ ভুবন,
পদতলে হায় রয়েছ তুমি।

২২৪

কবে রে দাসত্ব হবেরে মোচন,
কবে যে নিশি পোহাবে পোহাবে ;
থাকে যদি বল অনল পবন,
কবে রে এদুঃখ যাবেরে যাবে ।

২২৫

যদি কেহ থাক জননী জঠরে,
সজোরে গর্ভ কররে বিদার ;
সহেনা যাতনা যাতনা অন্তরে,
সহেনা সহেনা ! তাড়না আর ।

২২৬

* * * *
* *
* * * *
* * * *

২২৭

স্বাধীন আহার স্বাধীন বিহার,
তারা কি কখন শাসন মানে ?
অন্যায় আচারে খোলে তলোয়ার,
জান দিয়ে যারা রেখেছে মানে ।

২২৮

আজ গেলে কাল সচ্ছন্দে বিহার,
চিরদিন আশা ভারতমনে ;
কই অধীনতা ? কই গেল আর ?
দিন দিন বাড়ে বন্ধন সনে ।

২২৯

আজি যে জন্মিবে সে হবে স্বাধীন,
নিশ্চয় তাহার দাসত্ব যাবে ;
শরীর তোমার পরের অধীন,
মন-স্বাধীনতা কোথায় পাবে ?

২৩০

দাসত্ব-মসীতে চিত্রিত নয়ন,
যে বস্তু দেখিবে অধীন সব ;
লিখিবে কোকিল সুন্দর বরণ
পিঞ্জরে বসিয়া করিছে রব।

২৩১

সুনীল দর্পণে ঢাকিলে নয়ন,
জগতে দেখিবে নীলিমাময় ;
যেমন মানস—কল্পনা তেমন,
পুরাণ বিজ্ঞান শাস্ত্রেতে কয়।

২৩২

ঘুরিয়া দুজনে সহরে সহরে,
কত যে দেখিনু অসুর দানা ;
কত যে কালেজ দেখিনু সহরে,
হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার খানা।

২৩৩

কত ফেরিওলা কত যে দোকান
লিখিতে লেখনী কাঁপিছে ডরে ;
ঢেকেছে সহর দালানে দালান
শালা-ঘর কেবা গণনা করে ?

২৩৪

বঙ্গ রঙ্গ-শালা সঙ্গীত-মন্দির,
কল্পনা জহরে জড়িত কায়া ;
কত ধর্ম্মশালা দেবতা মন্দির,
ফেলিছে মানসে জড়তা ছায়া।

২৩৫

ক্লান্ত কলেবরে আনন্দ উদ্যান,
পশিয়া দুজনে বসিনু সুখে ;
কি রম্য বাগান সুখের নিদান,
বর্ণিলা রমণী শতেক মুখে।

২৩৬

কত যে রহস্য কত প্রেমালাপ,
জাগিল নিবিল দুজন মনে ;
স্মরিয়া অন্তরে ভারত-বিলাপ
ঝরিল নয়ন চিন্তার সনে।

২৪৭

সুন্দরি ললনে ! তোমায় সুধাই,
একটি কথা কহ দয়া করে ;
কোন রাজকুলে প্রলেপিয়া ছাই,
কাননে এসেছ এবেশ ধরে ?

২৩৮

"কেন যে সুধাও ভাবুক সুজন,
জীবনে যেসব দুঃখের কথা;"
কহিলা রমণী বাজিল কুজন,
" লতায় লতায় বাড়িবে লতা।"

২৩৯

"কোথায় দাঁড়াই কার কাছে যাই,
আমার দুঃখের নাহিরে পার ;
দ্বারে দ্বারে যাই ভিক্ষা মেগে খাই
মা বাপ ভাই মরেছে আমার।"

২৪০

দেখিতে দেখিতে বিরাট আকার,
ছাড়িলা অতুলা রমণী বেশ ;
কক্ষদ্বয়ে দোলে তীক্ষ্ণ তলোয়ার,
আর না নিরখি সে ছদ্মবেশ।

২৪১

কেন দাও জ্বালা দুঃখিত অন্তরে,
সে কথা ভারতে শুনিতে মানা ;
ফিরেছি জগত বৃথা নাম ধরে,
ভারত কলঙ্ক বিনাম নানা।

২৪২

নাচিতে নাচিতে বলিতে বলিতে,
ঝনাৎ করিয়া ছিঁড়িল তার ;
দেখিতে দেখিতে চলিতে চলিতে,
কোথায় পালাল না দেখি আর।

২৪৩

হা বন্ধু! কোথায় পালালে কোথায়,
মানস আমার না রয় স্থির ;
কি শোক-সাগরে ভাসালে আমায়,
নিয়ত নয়নে ঝরিছে নীর।

২৪৪

যাহার লাগিয়া ত্যজিনু সংসার,
সে যদি আমায় ফেলিল দুঃখে ;
অনিত্য সংসার সকলি অসার
যাবরে সংসারে আর কি সুখে ?

২৪৫

বন্ধুর উদ্দেশে বিদেশে বিদেশে,
কত যে ভ্রমেছি কি আর কব ;
কভু গঙ্গাতটে কভু বা স্বদেশে,
আরয়ে যাতনা কতরে সব ?

২৪৬

বন্ধুর বিচ্ছেদে ভাবিয়া আকুল,
সহসা ছিঁড়িল বীণার তার,
হে প্রিয় পাঠক ! পাই যদি কুল,
আবার গাইব সঙ্গীত সার।

ইতি শূরসম্ভব নাম কাব্যে পূর্ব্বভাগ
সমাপ্ত।

শুদ্ধিপত্র।

বক	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৬	১	যেভাবে	যে ভাবে
৭	৩	গগণে	গগনে
৭	২	আর্যের	আর্যোর
৪৭	১	জলমগ্ন	জলম্মগ্ন
৭	৩	ভুতল	ভূতল
৮	২	বঙ্গ	রঙ্গ
৭	৪	দিগন্তকুল	দ্বিদন্তকুল
৯০	২	মূরতী	মূরতি
৯৭	৩	নাচাই	না চাই
১০৭	৪	দুকুলে	দুকূলে
১১৬	৩	অকুলে	অকূলে
১২৩	৪	কুসম	কুসুম
১২৩	৪	গাথিছে	গাঁথিছে
১২৯	৩	কৃতাঞ্জলী	কৃতাঞ্জলি
১৩৬	৩	প্রমক্ষিত	প্রমোক্ষিত
১৪৩	৩	সুত	স্থুত
১৪৫	৪	বাঙ্গালির	বাঙ্গালীর
স্তবক	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৪৯	২	দুরে	দূরে
১৫০	১	কুঠীর	কুটীর
,,	৪	অবণী	অবনী
১৫১	১	রাজ্য-রাজ্যের	রাজ্য রাজ্যেশ্বর
১৫৭	১	দুরাচলে	দূরাচলে
১৭২	৪	প্রয়ানে	প্রয়াণে
১৭৫	১	দোকানি	দোকানী
,,	৩	ফেরিওলা কুল	ফেরিওলা
১৯৬	১	ছুঁয়োঁ	ছুঁয়ো
২০৯	১	সম্মথে	সম্মুখে
২১০	৩	কলিকাত	কলিকাতা
,,	৩	গঠম	গঠন
২২১	১	বিলাতি	বিলাতী
২৪৭	৩	কোন	কোন্
২৪৬	৩	কুল	কূল